

জাতীয় পুষ্টি মন্ত্রণালয়

২৩-২৯ এপ্রিল '৯৮

বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ ও



উন্নত পুষ্টি সুস্থ জাতি

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

The Daily Star

Special Supplement

April 23rd, 1998

পরিকল্পনা ও অঙ্গ সজ্জা : ধারা এ্যাড

উন্নত পুষ্টি-সুস্থ জাতি

এবারের জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহের মূল প্রতিপাদ্য নির্ধারিত করা হয়েছে "উন্নত পুষ্টি-সুস্থ জাতি"। এটি অত্যন্ত সময়ে সময়ে করা হয়েছে। কারণ জাতীয় উন্নয়নের জন্য যেমন সুস্থ জাতির প্রয়োজন তেমনই জাতির সুস্থতার জন্য পুষ্টি উন্নয়ন করা প্রয়োজন।

পৃথিবীর সবচেয়ে অর্ধ পুষ্টি অভাবগ্রস্ত দেশ সমূহের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। আমাদের দেশের অর্ধেক শিশু বয়স্ক ওজন নিয়ে জন্মায় এবং অর্ধেক অবস্থায়ই বড় হতে পারে। সামগ্রিক পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায় যে ৬ মাস থেকে ৭১ মাস বয়সী বাংলাদেশী শিশুদের গড় উচ্চতা ৭ ওজন আফ্রিকানিক। তাহলে স্বাভাবিক মানে শতকরা যথাক্রমে ৮ ও ২০ ভাগ কম। বাংলাদেশের অর্ধ শিশু বয় হতে অর্ধ পুষ্টি থেকে যায়। আমাদের দেশের গ্রাম বয়স্ক মহিলাদের গড় উচ্চতা ৫'৪" ওজন যথাক্রমে মাত্র ১৪৭-১৪৮ সেন্টিমিটার ও ৩৯-৪১ কেজি। মায়ের এই অপরিস্রব ফলে তারা অর্ধ শিশু জন্ম দেন, এইভাবে অর্ধ পুষ্টি একটি আশংক্য প্রক্রিয়ায় দুই চক্রের পরিণত হয়েছিল।

পুষ্টির সাথে রোগ সংক্রমণ এবং মৃত্যুর হারের সম্পর্ক রয়েছে, কারণ অর্ধ শিশু ও অর্ধ বয়স্ক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে বলে এরা রোগ ও মৃত্যুর সহজ শিকারের পরিণত হয়। আমাদের দেশে পাঁচ বছরের কম বয়সের শিশুদের মৃত্যু হার প্রতি হাজারে ১১২ জন এবং এটা চার ভাগের তিন ভাগ নবমই বর্ষ পর্যন্ত সঞ্চারিত।

অর্ধ পুষ্টি রোগে আক্রান্ত হলে তা সহজে প্রতিরোধ করতে পারে না। ফলে মৃত্যুর সহজ শিকারের পরিণত হয়। এক গবেষণার দেখা যায় পাঁচ বছরের কম বয়সের শিশুদের মৃত্যুর দুই তৃতীয়াংশের সাপেক্ষে অর্ধ পুষ্টি জড়িত। আমাদের দেশে প্রসবজনিত কারণে মাত্র মৃত্যুর হার এখনও উন্নত বিশ্বের তুলনায় অনেক বেশী। সামগ্রিক এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, মহিলাদের মধ্যে রক্তচাপের সূচকগুলোর মাত্র মৃত্যুর ঊর্ধ্ব হারের অন্তর্ভুক্ত। অর্ধ পুষ্টি ও খন-খন রোগ। আমাদের দেশে শিশুদের শৈশবের ক্ষমতা এবং বয়স্কদের কর্মক্ষমতা দুইই কমে গেছে।

মোঃ আবদুল মান্নান

সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ

অর্ধেকই গরমের বা গরমপড়ে হুগু পড়ে। নইদেই দশকের প্রথম ভাগে দেশে আয়োজিত অর্ধজনিত কারণে ৭০ লক্ষেরও বেশী লোক কিউটা হলেও মানসিকভাবে বিকলাঙ্গ ছিল। সামাজিকভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই বিকলাঙ্গতা চোখে না পড়লেও গবেষণায় দেখা গেছে আয়োজিত অর্ধজনিত এলাকার লোকদের আই-কিউ বাতাবিক এলাকার লোকদের চেয়ে গড়ে দশ গুণেই কম হয় এবং তাদের শিক্ষা নেয়ার ক্ষমতা ও উৎপাদনশীলতাও কম হয়। এছাড়াও উৎপাদনশীলতা বাতাবিক লোকদের চেয়ে এক চতুর্থাংশ কম হয়। আমাদের দেশের সব পরিবার মধ্য নইদেই দশকে পেলে আয়োজিত লবন ব্যবহার করা শুরু করেছে হিসেবে করা হয়েছে গরমের। এর মতো দশ বছরে মাত্র অর্ধেক কমবে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আমরা দশ বছর গরমেরজনিত কারণে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ জাতীয় উৎপাদনশীলতার সম্ভাব্য ক্ষতির পরিমাণ হবে ৪৭০ কোটি ডলার।

এই হিসেবের সঙ্গে দেখা গেছে যেসব কৃষি শ্রমিকের মধ্যে রক্তচাপ রয়েছে তারা বাতাবিক কৃষি শ্রমিকদের তুলনায় মাত্র শতকরা ৮০ ভাগ উৎপাদনশীল কর্ম করতেন পারেন। জাতীয় পর্যায়ে হিসেব করে দেখা গেছে পঞ্চমাত্র রক্তচাপের জন্য দশ বছরে আমাদের কৃষির সম্ভাব্য উৎপাদন-শীলতার ক্ষতি হবে ৬৩০ কোটি ডলার। অর্ধ দেখা যায় অর্ধজনিত কারণে বর্ধিত হওয়া, আয়োজিত অর্ধ ও রক্তচাপের জন্য আমরা দশ বছরে আমাদের জাতীয় উৎপাদনশীলতার সম্ভাব্য বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় ২৩ শত কোটি ডলার।

অর্ধ পুষ্টি এভাবে জাতির স্বাস্থ্য, উৎপাদনশীলতা ও আর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে পথে বাধাধার করে। সামগ্রিকভাবে পুষ্টি এই ক্ষতি সম্পর্কে বুঝে একটা সচেতনতা গড়ে ওঠলে, বয়স্ক পুষ্টি উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে কাজ করা হবে। উৎপাদনশীলতা বাতাবিক মনে করা হতো। সামগ্রিকভাবে কমে ও গরম করা হতো যে দেশে পরিষ্কার কমে অর্ধ পুষ্টি সমস্যা আপনা। অপনিই দুই হয়ে যাবে। কিন্তু সামগ্রিক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে, খাদ্য বাতাবিক পরিষ্কারকরণ বাতাবে আমাদের অর্ধজনিত হার কমে যায়, তবে পরিষ্কার বাতাবিক পরিষ্কারকরণ বাতাবে অর্ধ কম হওয়া; মাত্র শিকার গ্রহণ এবং আয়োজিত লবন ব্যবহার করার গুরুত্বও কমে অর্ধেক কম হয়। অর্ধ শিশুর পুষ্টি উন্নয়নে ভাল ফল করতে হলে দেশি মেয়াদে পরিষ্কার দুই করার জন্য নিরাপত্তা না থাকলেও অন্যদিকে কর্মসূচী মেনে নিরাপত্তা পানি সরবরাহ ও গরম নিষ্কাশন প্রাথমিক বাতাবিক এবং শিক্ষা নিশ্চয় করে মাত্র শিকার গ্রহণে সর্বশেষ করা



বাণী

জনগণের মাঝে পুষ্টি সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রথমবারের মত দেশব্যাপী জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

সুস্থ জাতির জন্য পুষ্টি অপরিহার্য। পুষ্টিহীনতা আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশের অন্যতম এক সমস্যা। আমাদের দেশের জনগণের উল্লেখযোগ্য অংশ বিশেষ করে নারীসমাজ ও শিশুরা মূলত অর্ধ পুষ্টির শিকার। অর্ধ পুষ্টির কারণে নানাধর্মের রোগ-ব্যাধির শিকার হয়ে আমাদের দেশে নারী ও শিশুসহ প্রতিবছর অসংখ্য মানুষ অকালে প্রাণ হারাচ্ছে। আমাদের দেশে পুষ্টিহীনতার অন্যতম কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে দারিদ্র ও সচেতনতার অভাব। অর্ধ সুস্বাদু শাক-সব্জি ও খাদ্যে যেসব পুষ্টি উপাদান রয়েছে সে সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা সম্ভব হলে এ অবস্থার সহজেই উত্তরণ ঘটানো সম্ভব। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের পুষ্টি অবস্থার উন্নয়নের জন্য ১৯৭৫ সালের ২৩ এপ্রিল জাতীয় পুষ্টি পরিষদ গঠনের অনুমোদন দিয়েছিলেন। আমাদের সরকার জনগণের পুষ্টির অবস্থা উন্নয়নের জন্য জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টিনীতি এবং জাতীয় পুষ্টি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। সরকার ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পুষ্টি কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। দেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়ানোর পাশাপাশি পুষ্টিহীনতা দূর করার জন্য শাক-সব্জির উৎপাদন বাড়ানো এবং অব্যাহত জলাশয় ও পুকুরে মাছের চাষ করার জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। বিশেষ করে যুবসমাজকে এ কাজে আগ্রহী করে তোলার জন্য এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ এবং স্বগণদান কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য যোগানোর পাশাপাশি পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণের জন্য জনগণকে সচেতন করতেও ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। পুষ্টি সপ্তাহের সকল কর্মসূচিতে জনগণকে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে। পুষ্টি সচেতনতা বৃদ্ধিতে দেশের সকল জনগণের বিশেষ করে নারী ও শিশুদের পুষ্টিমান উন্নয়নের জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে কার্যকর অবদান রাখার আহ্বান জানাই।

আমি পুষ্টি সপ্তাহের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি। মহান আল্লাহ আমাদের সকল কল্যাণ প্রচেষ্টার সহায় হোন।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক  
শেখ হাসিনা  
প্রধান মন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



বাণী

দেশে এই প্রথমবার "জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ -১৯৯৮" উদযাপন করা হচ্ছে।

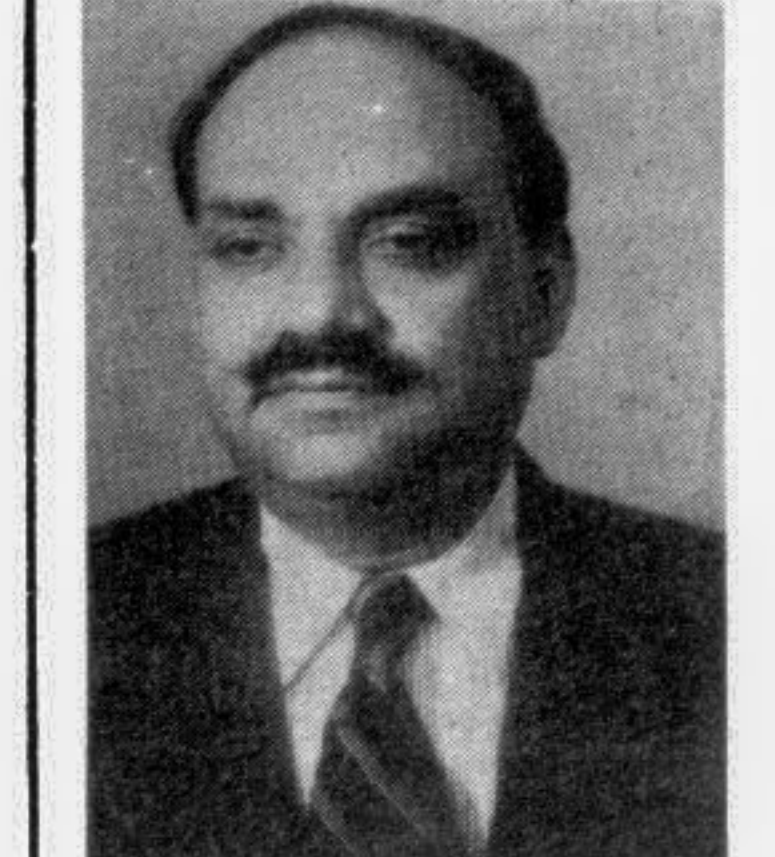
জেনে আমি খুবই আনন্দিত। দেশব্যাপী পুষ্টি সপ্তাহ পালন উপলক্ষে কর্মসূচী গ্রহণের জন্য উদ্যোগকে স্বাগত জানাই ও অভিনন্দন জানাই।

আমাদের দেশের জনগণের পুষ্টি অবস্থার উন্নয়নের জন্য সরকার খাদ্য ও কৃষি সেক্টরে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এবারের পুষ্টি সপ্তাহ উদযাপনের প্রতিপাদ্য বিষয় "উন্নত পুষ্টি-সুস্থ জাতি" নির্ধারণ করায় সত্যিকার অর্থে একটি উন্নয়নমুখী কর্মধারাকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আমি পুষ্টি সপ্তাহ পালনের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। খাদ্য ও কৃষি সেক্টরসহ সকলের পুষ্টি সপ্তাহ পালনে সক্রিয় ভাবে সহযোগিতা ও অংশগ্রহণে আমি আনন্দিত।

সরকার সকলের জন্য পুষ্টির খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও যে কোন মূল্যে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বন্ধ পরিকর। এই ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের ক্ষেত্রে পুষ্টিনীতি এবং পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন পুষ্টি উন্নয়নের ক্ষেত্রে মাইল ফলক হিসেবে কাজ করবে একথা আমি বিশ্বাস করি। পুষ্টিনীতিতে চারটি প্রধান প্রধান সেক্টরের মধ্যে কৃষি সেক্টরকে অন্যতম প্রধান সেক্টর হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জাতীয় পুষ্টি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সকল সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার সহযোগিতায় পুষ্টি প্রকল্প সমূহ বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়ে সেক্টরাল কমিটি গঠিত হয়েছে। প্রতি বছর পুষ্টি সপ্তাহ উদযাপন গণসচেতনতা সৃষ্টিসহ জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টিনীতি বাস্তবায়নের জন্য বিশেষ প্রয়াস। পুষ্টি সপ্তাহ সারা দেশে জাতীয়, বিভাগীয়, জেলা ও থানা পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে পালিত হচ্ছে। পুষ্টি সপ্তাহের কর্মসূচীতে অংশগ্রহণের ফলে অনেকেই পুষ্টি সম্বন্ধে অধিক সচেতন হবে। পুষ্টি সচেতনতা পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে জাতির জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে।

আমি জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

মতিয়া চৌধুরী  
মন্ত্রী  
কৃষি ও খাদ্য মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



বাণী

জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ ১৯৯৮ দেশে এবারই প্রথম উদযাপন করা হচ্ছে। এজন্য আমি সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

দেশের পুষ্টি সমস্যা সমাধান করতে হলে জনগণের মধ্যে পুষ্টি জ্ঞানের প্রসারের জন্য এমনিভাবে প্রত্যেক বছর জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ

উদযাপন করা জাতির জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। স্বাস্থ্য সচেতনতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা সকলের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য পুষ্টি শিক্ষার মাধ্যম সুস্থ পুষ্টির ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি অসুস্থদের জন্য পথ্য ব্যবস্থার পরামর্শ দিতে চাই। এতে সকল জনগণের রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকার করা সহজতর হবে। এবারের জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় "উন্নত পুষ্টি-সুস্থ জাতি" নির্ধারণ করায় অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে।

বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদের সভায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৩শে এপ্রিল থেকে প্রতি বছর এক সপ্তাহব্যাপী জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ সারা দেশে পালনের জন্য অনুমোদন করেছেন। বর্তমান সরকার ইতোমধ্যে জনগণের পুষ্টির মান উন্নয়নকল্পে সংশ্লিষ্ট সরকারী বেসরকারী সংস্থার যথোপযোগী পুষ্টি কর্মসূচী গ্রহণে সহায়তা

দানের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ পুষ্টি পরিষদের সহযোগিতায় জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টিনীতি এবং জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন করেছেন।

আমি দুর্ভাগ্যে আশা প্রকাশ করছি যে, সারাদেশে জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ পালনকালে আমরা সকলেই কোন না কোন পুষ্টি কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করে স্বাস্থ্য ও পুষ্টির উন্নতির জন্য সমাজের মধ্যে পুষ্টি সচেতনতা বৃদ্ধি করতে পারবো। আমি পুষ্টি সপ্তাহ পালনের এই সুনির্দিষ্ট ও মহতি উদ্যোগের সাফল্য কামনা করছি।

অধ্যাপক ডাঃ এম. আমানউল্লাহ  
প্রতিমন্ত্রী  
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Courtesy: SOCIAL MARKETING COMPANY

Femicon, Jordette-28, RAJA, Panther, Generation, ORSaline

Courtesy: ESSENTIAL DRUGS COMPANY LIMITED.

WE ARE DEDICATED TO HELP IN ACHIEVING A HEALTHY NATION AND HEALTH FOR ALL BY THE YEAR 2000.



বাণী

জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ '৯৮ উদযাপন স্বাস্থ্য ও পুষ্টি উন্নয়নের মাধ্যমে একটি বলিষ্ঠ জাতি গঠনে সহায়ক হবে। সারাদেশে পুষ্টি সপ্তাহ পালন উপলক্ষে সকলের প্রতি আমার অকুনিহত শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন রইলো।

সুস্থ জাতি গঠনে পুষ্টি উন্নয়নের গুরুত্ব অপরিহার্য। সবার জন্য স্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে হলে সবার জন্য পুষ্টি অপরিহার্য। এ সত্যটি সামনে রেখে জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ '৯৮ উদযাপনের মুহূর্তে এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে "উন্নত পুষ্টি-সুস্থ জাতি"। বর্তমান সরকার জনগণের পুষ্টির অবস্থা উন্নয়নের জন্য উদ্দিষ্ট গৌরীকে যাচাই ও বাছাই করে তাদের আর্থ সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের জন্য দেশে সমন্বিতভাবে পুষ্টি বিষয়ক কর্মকান্ড তৎপর পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য ব্যবস্থা করেছে। সরকার বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদের সভায় ১লা জুন ১৯৯৭ই তারিখে জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টিনীতি এবং জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন করেছে। এ নীতি ও কর্মপরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও প্রকল্প সমূহের মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য সেক্টরাল কমিটি গঠন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

দেশে এই প্রথম বারের মত জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ পালনের জন্য আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আশা করি পুষ্টি সপ্তাহ উদযাপনের জন্য সকল জনগণের মধ্যে পুষ্টি সম্পর্কে সচেতনতা অনেক বৃদ্ধি পাবে। আমাদের সু-স্বাস্থ্য রক্ষার্থে খাদ্যরসায়নের পরিবর্তন ও উন্নত পুষ্টি কোন বিকল্প নেই।

জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ '৯৮ সকলের সম্মিলিত সহযোগিতা সফল ও সার্থক হোক।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

সালাহ উদ্দিন ইউসুফ  
মন্ত্রী  
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

দেশব্যাপী জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ '১৯৯৮' উদযাপন উপলক্ষে সকলের প্রতি জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ '৯৮' উদযাপন স্বাস্থ্য ও পুষ্টি উন্নয়নের মাঝে পুষ্টি সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সকলের সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ অত্যন্ত প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

সরকার বিশেষভাবে মহিলা ও শিশুদের পুষ্টির অবস্থা উন্নতির জন্য বাংলাদেশ সমন্বিত পুষ্টি প্রকল্প বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। প্রকল্প এলাকায় মহিলা ও শিশুদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির বর্তমান অবস্থার দিন দিন উন্নতি সাধিত হচ্ছে। এ পুষ্টি প্রকল্পে আশানুরূপ ফলাফলের প্রেক্ষিতে আমরা

দেশের সকল থানায় পুষ্টি কর্মকান্ড বাস্তবায়নের জন্য ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেল। প্রকৃতপক্ষে পুষ্টির উন্নয়নই জনগণের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করবে ও কল্যাণ বয়ে আনবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

আপনারা যেনে আনন্দিত হবেন যে, এবার প্রথম বারের মত হলেও কেন্দ্রীয়, বিভাগীয়, জেলা ও থানা পর্যায়ে পুষ্টি সপ্তাহ পালনের জন্য সম্ভব সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এ জন্য সরকারের এই কর্মসূচীতে সকলের অংশগ্রহণের অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে সর্বস্তরের জনগণের মাঝে পুষ্টি সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে ও পুষ্টির খাদ্য-ভাষায় অনুকূলে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন শুরু হবে বলে আমি আশা করি।

আমি জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ ১৯৯৮ উদযাপন কর্মকান্ডের সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

মোহাম্মদ আলী  
সচিব  
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার